যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

রাজধানীর সব স্কুলে পুনঃভর্তি ও টিউশন ফি বেড়েছে

যুগান্তর রিপোর্ট

মিরপুরের ৩৯৬/১ মনিপুর রোডে বসবাস করেন মাইক্রোবাস চালক আশরাফ (ছদ্মনাম)। তার তিন ছেলে শুভ, ফাহাদ ও ফাহিম পড়ে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। এরা নবম, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবার পুনঃভর্তি হয়েছে। প্রত্যেকের ভর্তি বাবদ স্কুলে ৮ হাজার করে ২৪ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। ওই টাকা জোগাড় করতে তাকে এলাকার তিনটি 'ক্ষুদ্রঋণ' প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া ছাড়াও আশপাশে আরও কয়েকজনের কাছ থেকে ধারদেনা করতে হয়েছে। একই বাড়িতে জাকির নামে আরেকজন ছোট চাকরিজীবী বসবাস করেন। তারও দুটি সন্তান পড়ে একই স্কুলে। তাদের ভর্তি বাবদ ১৬ হাজার টাকা দিতে গিয়ে এ মাসের বাড়িভাড়া দিতে পারেননি তিনি। আবার পুরান ঢাকার অগ্রণী স্কুলে পড়ে স্কুলশিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের কন্যা। ওই স্কুলে ভর্তিবাবদ এবার দিতে হয়েছে প্রায় ৭ হাজার টাকা। এই ব্যয় মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনিও এমাসে বাড়িভাড়া দেননি।

রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে পুনঃভর্তিতে গলাকাটা ফি আদায়ের কারণে বেশিরভাগ অভিভাবকের ত্রাহি অবস্থা।

অভিভাবকরা বিপাকে

নতুন ভর্তিতে ফি কাঠামো এবং তা বাস্তবায়নে সরকারি কড়াকড়ি আরোপের পর স্কুলগুলো পুরনো ভর্তির ওপর রুদ্রমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানই পুনঃভর্তি ফি বাড়িয়ে দিয়েছে। নামিদামি স্কুল থেকে পাড়ার স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের একই চিত্র। অভিভাবকরা জানান, নতুন ভর্তিতে সরকারি কড়াকড়ির কারণেই স্কুলগুলো অর্থ হাতিয়ে নিতে ওই নয়া কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

সরেজমিন রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে দেখা গেছে, বাড়তি ফি নিয়ে স্কুলের সংশ্লিষ্ট হিসাব বিভাগের সঙ্গে অভিভাবকদের বচসা চলে। আবার অনেক স্কুলে অভিভাবকরা বিক্ষোভও করেছেন। ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি এ বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে রাজধানীর অগ্রণী স্কুল ও মতিঝিল মডেল স্কুলে। বিক্ষোভের মুখে অবশ্য একলাফে ৮ হাজার টাকা ফি নামিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। কিন্তু অগ্রণী স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানে অনড় রয়েছে। ওই

বেড়েছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

বেড়েছে : টিউশন ফি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্কুলে ভর্তিতে ৬ হাজার ৯শ' টাকা নেয়া হয়। গতবছর তারা নিয়েছিল ৫ হাজার ৯শ' টাকা। এর আগের বছর ছিল ৩ হাজার ৯শ' টাকা। মাত্র দু'বছরেই তারা প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলে ভর্তি ফি। নাম প্রকাশ না করে কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক এবং কিছু অভিভাবক জানান, প্রায় প্রতিটি স্কুলে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিকটাত্মীয় থেকে শুরু করে চামচারা কেউ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আবার কেউ দলীয় পরিচয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন। তাদের অনেকেরই আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে স্কুলগুলো। ওইসব ব্যক্তিদের প্রশ্রয়ে এমনকি তাদের আয় বাড়ানো বা নির্বিঘ্ন রাখতে এভাবে ফি বাড়ানো হয়েছে। আজিমপুরের অগ্রণী স্কুলে স্থানীয় এমপির ভাই পরিচয় দানকারী এক ব্যক্তি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছেন। তারই প্রশ্রয়ে স্কুলে নানা অপকর্ম হচ্ছে বলে সূত্র জানায়।

অভিভাবকরা জানান, পুনঃভর্তির ফি আরোপের ক্ষেত্রে একেক স্কুলে একেক রকমের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কোন স্কুল সবধরনের খাত একত্রে উল্লেখ করে বড় একটি অংক হাজির করেছে। আবার কোন স্কুল অংকটি ছোট করে দেখানোর জন্য দু-একটি খাতে আপাতত পয়সা নিয়েছে। বাকিটা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখেছে। আবার অনেক স্কুল ব্যাংকের মাধ্যমে নিচ্ছে একটি অর্থ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভর্তি ফি আরোপের ক্ষেত্রে এবারও শীর্ষে রয়েছে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ওই স্কুলে নেয়া হয় ৮ হাজার টাকা করে। স্কুলটিতে এর বাইরে ড্রেস কেনা, ডায়েরি কেনা, সিলেবাস বহির্ভূত বিভিন্ন বই কেনার ঝুঁকিতে আছেন অভিভাবকরা। স্কুলটিতে এবার টিউশন ফিও বেড়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬শ' থেকে ৮শ' আর মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৫০টাকা থেকে ৯শ' টাকা করা হয়। ফি বাড়ানো হয়েছে অগ্রণী স্কুলেও। হাজারিবাগ এলাকায় অখ্যাত কিন্ডারগার্টেন 'সিয়াম'। ভর্তিতে তারা নিচ্ছে সাড়ে ১০ হাজার। এর মধ্যে সাড়ে ৫ হাজার এককালীন। বাকিটা প্রতিমাসে স্লিপ ধরাই নেয়ার কথা রয়েছে। স্কুলটির নিচতলায় মুদি দোকান আর উপরে মেস বাড়ি। অভিভাবকরা ভালো পরিবেশের বাড়িভাড়া নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দিলে তারা 'পড়ালে পড়ান, না পড়ালে চলে যান; আপনাদের তো জোর করে ধরে আনা হয়নি। এমন উক্তি করে বলে জানা গেছে। ভিকারুননিসায় এবার সর্বনিম্ন ৬ হাজার ৪৯০ থেকে সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৮৫৫ টাকা নেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি নেয়া হচ্ছে দ্বিতীয় ও নবম শ্রেণীতে যথাক্রমে ৬৮০৫ টাকা ও ৬৮৯০ টাকা। মতিঝিল আইডিয়ালে প্রাথমিকে ইংরেজি মাধ্যমে সাড়ে ৫ হাজার ও বাংলা মাধ্যমে সাড়ে ৩ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এবার তারা চালাকির আশ্রয় নেয়। গতবার তারা তিন মাসের বেতন নিয়েছে ভর্তির সঙ্গে। এবার নেয় ১ মাসের। পুরান ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাইস্কুলে ভর্তিসহ তিনটি খাতে নেয়া হয় ৪ হাজার ৫৮০ টাকা। অভিভাবকরা এখন অন্যান্য খাতের নোটিশের অপেক্ষায় [illegible]। এভাবে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে পুনঃভর্তির নামে অর্থ লুটপাট চলছে বলে অভিভাবকরা জানান।

এ ব্যাপারে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, বড় বড় স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে তাদের নিয়ে বৈঠক করে বার বার বলে দেয়াও হয়েছে। বিষয়টি শিগগিরই কমিটি সরেজমিন তদন্ত করবে। আর ছোটখাটো স্কুলের ব্যাপারে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাও দেখা হবে। তিনি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়েরের জন্য অভিভাবকদের আহ্বান জানান।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, এ বিষয়ে তারা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন। তবে কোন অভিযোগ তারা এখন পর্যন্ত পাননি।